যুগান্তর

8 APR 20·3

শিক্ষা প্রকল্প-২ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিতে পুনর্বহাল করা হোক

আমরা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের আওতাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২-এর উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার পদে জুলাই-২০০০ সালে এবং এমএলএসএসসহ অন্যান্য কর্মচারী মে-১৯৯৮ সালে জাতীয় বেতন স্কেলে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. সা'দত হুসাইনের তত্ত্বাবধানে একটি পরিচ্ছন্ন যাচাই-বাছাই পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এই প্রকল্প-২ এ যোগদান করি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর কর্তৃক প্রদত্ত সকল কর্মসূচি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থেকে অর্পিত সকল দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি। আমরা যখন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২-এ যোগদান করি তখন প্রজেক্ট প্রোফাইল (পিপি) সম্পর্কে আমাদের ন্যূনতম ধারণা ছিল না। আমরা প্রকল্পের চাকরিতে যোগদান করে জেনেছি যে, সাধারণত ৫ বছর পর পর অথবা প্রতি বছর প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। অতঃপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলকে সরকার পরবর্তী সময়ে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের প্রকল্পের ব্যাপারে উপরোল্লিখিত কোন ধরনের চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কর্মস্থলে কর্মরত থাকা অবস্থায় আকস্মিকভাবে গত ৩০-০৬-০২ তারিখে স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা প্রকল্প-২-এর আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরির অবসান ঘটানো হয় (পত্র সংযুক্ত)। অবসান সংক্রান্ত পত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্মস্থল থেকে আমরা সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অধিদফতরে যোগাযোগ করি। পাশাপাশি প্রকল্প-২ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে থাকি। কিন্তু তারা পদ্ধতিগত অসুবিধা দেখিয়ে প্রকল্প বন্ধ হওয়ার কারণ লিখিতভাবে জানাতে অস্বীকৃতি প্রদান করেন। শুধু এটুকু বলা যায় যে, এর জন্য দায়ী কিছু স্বার্থান্বেষী, বর্ণচোরা ও দুর্নীতিবাজ আমলা, যারা এখনও এই মন্ত্রণালয়ে বহাল তবিয়তে কর্মরত আছেন। যাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থের শিকার আমাদের মতো মাঠ পর্যায়ের নিরীহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এ জঘন্য কালো থাবায় ৫৮২টি পরিবার আজ অসহায় অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছি। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৪ এর জনবলের কাজের ধরন একইরূপ এবং একই সময়ে একই যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের প্রকল্প দুটিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। তদুপরি তারা একইরূপ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং তারা একইরূপ দক্ষতা অর্জন করেছেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৪ এর কর্মসূচি গতিশীল এবং কার্যক্রম জোরদার করতে হলে অনুরূপ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলকে উক্ত প্রকল্পে নিয়োগ করা হলে প্রকল্পটির কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। সেই লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের বাছাই ও নিয়োগ কমিটি যে সুপারিশ করেন তাহল :

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে বয়স প্রমার্জন/শিথিলপূর্বক তাদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৪ এ নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। খ) নিয়োগের সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় এবং বয়স প্রমার্জন বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করে ওই নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই।

তাই উপরোল্লিখিত সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মুখোশধারী আমলাদের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে রক্ষা করে আমাদের এই ন্যায্য এবং মানবিক দাবিটুকু আদায়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ একান্তভাবে কাম্য। এক্ষেত্রে আপনি একমাত্র কাণ্ডারী যিনি আমাদের ৫৮২টি পরিবারকে এ দুর্গতি ও অসহায়ত্ব থেকে রক্ষা করতে পারেন। সে লক্ষ্যে আমাদের দাবিগুলো উপস্থাপন করছি :

১। সমাপ্তকৃত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২ এর সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হোক। অথবা অবসানকৃত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২ এর মেয়াদ বৃদ্ধি করে পুনরায় চালুকরণ পূর্বক প্রকল্প-২ এর সব জনবলকে স্ব-স্ব পদে ১ জুলাই ২০০২ থেকে পুনর্বহাল করা হোক। অথবা অবসানকৃত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২ এর সব জনবলকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৪ এ শূন্য সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে ১ জুলাই ২০০২ তারিখ থেকে স্থানান্তর করা হোক। অথবা অবসানকৃত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২ এর সকল জনবলকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৪ এ শূন্য সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে বাছাই ও নিয়োগ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই অভ্যন্তরীণভাবে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হোক। অথবা অবসানকৃত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২ এর সব জনবলকে অন্য কোন প্রকল্পে পূর্ববর্তী সব সুযোগ-সুবিধাসহ সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে স্থানান্তর করা হোক।

মোঃ জিয়াউল হক, সাবেক উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার, কাপাসিয়া, গাজীপুর, **মজু খান**, সাবেক এমএলএসএস, নারায়ণগঞ্জ